বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০

১-৭ আগস্ট ২০১০

'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে -১০টি শিশুবান্ধব পদক্ষেপ'

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
১৭ শ্রাবণ ১৪১৭
০১ আগস্ট ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১০ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মায়ের দুধ শিশুর জন্য আদর্শ খাবার। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির অপরিহার্য সকল নিয়ামকই মায়ের দুধে বিদ্যমান। তাই প্রতিটি শিশুর জন্মের এক ঘন্টার মধ্য থেকে শুরু করে অন্তত ২ বছর বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে-১০টি শিশুবান্ধব পদক্ষেপ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে অধিকতর গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সকলকেই অবদান রাখতে হবে।

আমি 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১০' এ সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ,
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার - আপনার - সকলের

সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে -১০টি শিশু বান্ধব পদক্ষেপ।

১. মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে গৃহীত নীতিমালাটি স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে জড়িত সকলকে নিয়মিত ভাবে জানানো।
২. স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে জড়িত সকল কর্মীকে এই নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩ (ক) সকল গর্ভবতী মাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা জানানো
(খ) যথাযথভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যসময় মত, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
৪. জন্মের আধ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য সকল মায়েদের সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা
৫. শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মা ও পরিবারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান
৬. জন্ম থেকে ৬ মাস (১৮০) দিন পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার বা পানীয় দেয়া যাবে না (জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার প্রয়োজন ব্যতীত)
৭. হাসপাতালে মা ও শিশুকে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা একই সঙ্গে থাকার সুযোগ প্রদান।
৮. শিশুর চাহিদামত মায়ের দুধ খেতে দেয়া।
৯. শিশুর মুখে কখনই কোন বোতল বা চুষনী না দেয়া।
১০. পাড়ায় পাড়ায় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সহযোগী দল গঠণ করা এবং মাকে হাসপাতাল বা ক্লিনিক ছেড়ে যাওয়ার সময় সেসব দলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ শ্রাবণ ১৪১৭
০১ আগস্ট ২০১০

বাণী

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সরকারিভাবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আশা করি, এখন থেকে সরকারিভাবে এ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে- দেশের সকল মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সকল শিশুকে জন্মের প্রথম ঘন্টা থেকে শুরু করে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে । এ ব্যাপারে মায়েদেরকে প্রয়োজনী সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি গর্ভাবস্থা ও প্রসূতিকালীন সময়ে পরিবারের সকলকে মায়েদের পুষ্টি ও যত্ন নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী এবছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে: 'Breastfeeding Just 10 Steps! The Baby Friendly Way' বা সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে ১০টি শিশুবান্ধব পদক্ষেপ।

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য আমরা একটি করে কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ২০২১ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ থেকে ১৫-তে নামিয়ে আনা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশে প্রথম বারের মতো ১-৭ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ সরকারি ভাবে পালিত হতে যাচ্ছে, এটি করতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে।

শিশু জন্মের পর থেকে ছয় মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই একমাত্র গ্রহণযোগ্য খাদ্য ও পানীয় । কারণ মায়ের দুধে আছে নবজাতকের রোগ প্রতিরোধ, শারীরিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সকল উপকরণ। শিশুকে জন্মের সাথে সাথে মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশু নিজে এবং তার মা ও পরিবার নানাভাবে উপকৃত হয়। ডায়রিয়া, আমাশয়, নিউমোনিয়া ও অপুষ্টি থেকে শিশু রক্ষা পায়। সেই সাথে বড় হলে সে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ ইত্যাদির কম ঝুঁকির মধ্যে থাকে। মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর তার রক্তক্ষরণ কম হয়। ফলে মা প্রসব-পরবর্তী রক্ত স্বল্পতা এবং স্তন ও জরায়ুর রোগ থেকে রক্ষা পান। এভাবে হাজারো মায়ের এসব রোগ থেকে মুক্তির পাশাপাশি এসব রোগের চিকিৎসা খরচ বাবদ কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে, গুঁড়ো দুধ আমাদানিতে প্রতি বছর যে ২০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা সাশ্রয় হবে, সর্বোপরি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)-১, ৪ ও ৫ অর্জন সহজ হবে। সকল শিশুকে জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শুরু করে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত কেবল মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে মায়েদেরকে সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করেই এ বছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে- ১০ টি শিশুবান্ধব পদক্ষেপ'। আমি আশা করি, সকল চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ মায়ের দুধ খাওয়ানোর শিশুবান্ধব পদক্ষেপগুলো ভালোভাবে জেনে নিয়ে অভিভাবকদের সঠিক তথ্য দিয়ে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান করবেন। প্রত্যেক সচেতন নাগরিককেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো সরকারিভাবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উদযাপন সফল হোক, আমি একান্তভাবে তা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. আ. ফ.ম. রহুল হক এমপি)

উপদেষ্টা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়ক)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে প্রতিবছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হলেও এবারে প্রথমবারের মত সরকারীভাবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমানে গুঁড়োদুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বোতল, দূষিত পানি, চূষণী বা নিপল ইত্যাদির ব্যবহার শিশুদের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। ফলশ্রুতিতে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং সুস্থ জাতি গঠন ব্যহত হচ্ছে। জন্মের পর থেকে ৬ মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে সফলভাবে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার-আমার-সকলের। সফলভাবে শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মা কে সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয় আমি সর্বস্তরের জনসাধারণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

সফলভাবে বিশ্বমাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উদযাপন হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে সরকারীভাবে প্রথমবারের মত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এবারের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য Breastfeeding just 10 Steps! The Baby-Friendly Way! যার বাংলা অনুবাদ 'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে ১০ টি শিশু বান্ধব পদক্ষেপ'টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো, ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি ঘরে তৈরী পারিবারিক খাবার খাওয়ানোর অত্যাবশ্যকীয়তার উপর জোর দেওয়ার জন্যই মূলত বিশ্বব্যাপী শিশু বান্ধব পদক্ষেপগুলো নির্ধারিত হয়েছে। এজন্য পদক্ষেপগুলো স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কেন্দ্র এবং চিকিৎসকদের পাশাপাশি শিশুর মা-বাবা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজনদের জানাতে হবে। শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার-আমার-সকলের।

শিশুকে সঠিকভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে সময়মত প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য নগর ও মাঠ পর্যায়ে সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃসদন সমূহ এবং চিকিৎসা, সেবাকেন্দ্র সবার দায়িত্ব মাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া। এইজন্য যারা শিশুর পরিচর্যা নেবার সাথে সরাসরি জড়িত তাদের সকলেরই সঠিকভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর পুর্ণাঙ্গ তথ্য ও দক্ষতা সমূহ জানা দরকার।

আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১০ উদযাপন উপলক্ষে মায়ের দুধ খাওয়ানোর রীতি সংরক্ষণ উন্নয়ন ও সমর্থনের সকল গৃহীত কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আগামী ০৪ আগষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, ২০১০" এর উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: 'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে দশটি শিশু বান্ধব পদক্ষেপ নিন'।

মায়ের দুধ একটি সম্পূর্ণ আদর্শ খাবার। মায়ের শাল দুধ শিশুর জীবনের প্রথম টিকা যা শিশুর রোগ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। প্রতিটি শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান জন্মের সাথে সাথে মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এক্ষেত্রে চিকিৎসক, সেবিকা, দাই, স্বাস্থ্য কর্মী, মা এবং পরিবারের সকলের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হবার পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২ বছর পর্যন্ত ঘরে তৈরী অন্যান্য পরিপূরক খাবার খাওয়ানোও নিশ্চিত করতে হবে।

ইতোমধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় নয় হাজার নার্স, চার হাজার স্বাস্থ্য কর্মী ও একশত ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা এ কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, ২০১০ উদযাপন উপলক্ষে সকল কর্মকান্ডের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

"সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে-দশটি শিশু বান্ধব পদক্ষেপ" এই প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে এবারের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ পালন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রতিটি শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম। জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ শিশুর জন্য একমাত্র খাদ্য ও পানীয়। এজন্য সন্তান জন্মানোর সাথে সাথে মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করার জন্য মায়ের পাশে অবস্থানকারী চিকিৎসক, দাই, সেবিকা, শিশুর নানী বা দাদী যেই থাকুক না কেন তার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।

মায়ের দুধ না খাওয়ালেই শিশু ঘনঘন অসুস্থ হয়। ঘনঘন অসুস্থ হওয়ার কারণে শিশুটি মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগে এবং এভাবে একসময় অকালে মারা যায়। এ জন্য সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ১০টি পদক্ষেপ হাসপাতাল, সকল চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র এবং সমাজের সর্বস্তরে এমনকি কমিউনিটিতেও অতি জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকান্ডের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডাঃ শাহ মনির হোসেন)

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১-৭ আগস্ট ২০১০ বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক এ বছরই প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে সপ্তাহটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর রীতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সহায়তার লক্ষ্যে এবারের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 'Breastfeeding Just 10 Steps! The Baby-Friendly Way'. যার ভাবান্তর করা হয়েছে 'সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে - ১০ টি শিশুবান্ধব পদক্ষেপ' প্রতিপাদ্যটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মায়ের দুধ শিশুদের জন্য অপরিহার্য খাদ্য। এটি যে শুধু শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাই নয় বরং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে। জন্মের পর থেকে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর জন্য একমাত্র খাদ্য ও পানীয় হওয়া আবশ্যক। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুকে জন্ম থেকে ছয়মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানোতে মায়ের ঐ ছয়মাস জন্ম বিরতীকরণসহ পরবর্তীতে 'Breast cancer' এর ঝুঁকি হ্রাস পায়। ৬ মাস পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য খাবারও শিশুকে খাওয়াতে হবে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে সাহায্য করা আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মায়েদের প্রয়োজন এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রচার আরও জোরদার করার জন্য আমি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের সচেতন নাগরিকদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(দিলরুবা)

unicef

Message

Breast milk is the best food for infants and young children. Exclusived breast Feeding for the first six months is the safest, soundest and most sustainable way to nature young infants. Early initiation of breast Feeding followed by exclusive breastfeeding for six months is critical for a child's survival and growth. These practices are also vital in realizing the millennium Development Goals (MDG) 4 and 5 on child survival and improvement of maternal health. Breastfeeding saves life.

The theme for Breast Feeding Week 2010 is " Just 10 Steps ! The Baby Friendly Way ". In 1989, In the context of aggressive marketing and commercialization of baby foods, UNICEF and WHO called for maternity services to protect, promote and support breastfeeding . The 10 Steps include showing mothers how to breastfeed , and giving newborn infants no food or drink other than breast milk unless medically indicated. Since they were first introduce, the 10 steps have been revised and expanded upon to include concepts such as ' mother friendly' facilities and baby friendly communities.

According to a 2009 survey, the rate of exclusive breastfeeding in Bangladesh is still as low as 43%, however, there has been some improvement in the rate of early initiation of breastfeeding. If all newborns in this country were to be breastfeed immediately after birth, then thousands of neonatal deaths could be averted.

Exclusive breastfeeding is a challenge for many mothers throughout the world. Aggressive marketing of powdered milk and infant formulas by food companies can mislead mothers who lack access to accurate information. The care and support of families. Community members, government, employers and health professional is crucial in giving mothers the confidence that exclusive breastfeeding is possible, and is the best option for infants under six months of age.

UNICEF remains committed to supporting the Government of Bangladesh and partners in making universal early and exclusive breastfeeding a reality in Bangladesh.

Carel de Rooy
Representative
UNICEF Bangladesh

UNFPA

Arthur Erken
UNFPA Representative
Bangldesh

Message

In developing countries, infectious diseases such as diarrhoea and acute respiratory infections are the main cause of mortality and morbidity in infants aged less than one year. The importance of exclusive breastfeeding in the prevention of infectious diseases during infancy is well known. Breast milk promotes sensory and cognitive development, and protects the infant against infectious chronic diseases. Although breastfeeding is almost universal in Bangladesh but the rates of exclusive breastfeeding remain low.

This year's theme is "Breast Feeding Just 10 Steps! The Baby-Friendly Way" We have to raise awareness on these ten steps to the mother and the family members. Benefit of the Breast Feeding is that exclusive breastfeeding in the early months of life, is strongly correlated with increased child survival and reduced risk of morbidity, particularly from diarrheal disease and Acute Respiratory Infection.

There are three determinants of good health, nutrition, and child survival - food security, care, and disease control. Breastfeeding is an excellent provision that meets the three determinants in one.

Breastfeeding is also act as a natural contraceptive which helps in birth spacing, improves maternal health including newborn and child health which contributes to the achievement of the MDG goals 4 and 5.

It is natural, safe and life-saving. Everyone who is committed to child health and well-being should promote and support mothers through families to initiate breastfeeding. So, let us ensure that every birth is safe and every newborn will get the breast milk from their mother in the first hour of her infant's life.

Arthur Erken
UNFPA Representative
Bangladesh

World Health Organization
Country Office For Bangladesh

Message

Breastfeeding Just 10 Steps! The Baby-Friendly Way

The World Health Organization (WHO) is pleased to join the celebrations of World Breastfeeding Week from 1 to 7 August 2010. This year's theme emphasizes the need for maternity services to follow ten basic steps to protect, promote and support breastfeeding. The Innocenti Declaration in 1990 called upon the world to fully implement the Ten Steps in all maternities by 1995. Twenty years later, more than 152 countries have Baby-friendly hospitals that have implemented the Ten steps and relevant parts of the international Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. WHO and partners recently revised and streamlined the baby-friendly materials to help more hospitals become certified and increase breastfeeding support to mothers and babies.

Early Initiation and exclusive breastfeeding are among the most important interventions for improving newborn and child survival. Though launched almost two decades ago, the Baby-Friendly Hospital Initative and the Ten Steps to successful breastfeeding remain highly relevant today. Mothers who give birth at baby friendly hospitals are much more likely to initiate breastfeeding within one hour of birth and to breastfeed exclusively for six month. In addition, the Initative has contributed to major cost savings for hospitals by limiting the use of infant formula and reducing newborn and childhood infections.

Bangladesh has initiated activities to accelerate exclusive breastfeeding rates for the achievement of Millennium Development Goals 1 (to eradicate extreme poverty and hunger) and 4 (to reduce child mortality), by strengthening and expediting the sustainable implementation of the Strategy for infant and Young Child Feeding and the Baby-Friendly Hospital Initiative.

Let this year's World Breastfeeding Week mark the next step towards meeting those goals.

Dr Serguei Diorditsa
Acting WHO Representative to Bangladesh

বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন

unicef | UNFPA | World Health Organization | Save the Children | Plan | icddr,b | USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | WABA | brac | care | World Vision IYCF Project